128

ভোরের কাগজ

তারিখ ... MAR 4 .. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম 2 .....

# গফরগাঁওয়ে নকল বই

**গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি :** গফরগাঁওয়ের কতিপয় শিক্ষক একটি প্রকাশনী সংস্থার যোগসাজশে বাজারে নকল বই ছেড়েছেন। বইগুলো স্কুলে পাঠ্য থাকায় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা নকল বই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন।

বিভিন্ন লাইব্রেরিতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত বছর প্রকাশিত কিছু বইয়ের প্রচ্ছদ বদল করে লেখক-প্রকাশকের নাম পাল্টে একই বই স্থানীয় এক প্রকাশক বাজারে ছেড়েছেন। ঢাকার মোহাম্মদপুর জামিলী মেমোরিয়াল কলেজের প্রভাষক মোঃ নাছির উদ্দিনের লেখা ও অনিক পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত 'স্টোরিজ ফর প্লেজার' বইটি গত বছর বিভিন্ন স্কুলে পাঠ্য ছিল। একই বই নাম বদলে 'রিডিং ফর প্লেজার' রাখা হয়। লেখকের নাম গফরগাঁওয়ের চরমছলন্দ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছামছুল হুদা প্রকাশক ফরিদ বুক ডিপোর মালিক ফরিদ আহম্মদ মণ্ডল।

একই কায়দায় মূল বই ঠিক রেখে শুধু লেখক প্রকাশকের নাম পাল্টে 'দি বেসিক ইংলিশ গ্রামার ট্রানস্লেশন এন্ড কম্পোজিসন' এর স্থলে 'মাই ব্রাইট ফাইভ ইংলিশ গ্রামার ট্রানস্লেশন এন্ড কম্পোজিশন' রাখা হয়। সিরাজদিখান পাইলট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ও ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলের সিনিয়র শিক্ষকের নাম বদলে গফরগাঁওয়ের মশাখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোশাররফ হোসেন ও চরমছলন্দ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছামছুল হুদার নাম দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও প্রকাশক ফরিদ বুক ডিপো।

এ সমস্ত নকল বই বাধ্যতামূলক পাঠ্য হওয়ায় স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা তাই কিনছে। শুধু লেখক-প্রকাশকের নাম পাল্টে গফরগাঁও থেকে গত বছরও বেশ কিছু বই বাজারে ছাড়া হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে জাতীয় দৈনিকে সংবাদ ছাপা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, নকল বইয়ের প্রকাশনী সংস্থা বইয়ের ওপর প্রচুর কমিশন দিয়ে থাকে ফলে ব্যবসায়ীরাও তাদের নকল বই বিক্রি করতে উৎসাহিত হয়ে থাকেন।